ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা

আবদুস সুবহান আযহারী*

Waqf Ordinance 1962 and Waqf Law 2013: A review

ABSTRACT

Waqf is seen as an instance of a virtuous deed. In Islam, waqf is not just seen as a permissible practice, but a praiseworthy virtuous act as well through which one can dedicate their savings in their chosen field in order to gain the satisfaction of Allah and also align their aim in life towards helping others and again Allah's satisfaction as a result. This article will discuss the concept of waqf in the view of Islam, its importance, the various forms of waqf during the different ages, the guidelines, the conditions, and give a review of waqf ordinance 1962 and waqf law 2013. The paper has been prepared following descriptive and analytical approaches. This paper proves that Islam is ahead of any other ideology in the aspect of human welfare. The achievement of human welfare is the main aim behind the directives and rulings of Islam. This is also the reason behind the directives and rulings of waqf.

Keywords: Waqf; Mutawalli; Waqf ordinance 1962; Waqf Law 2013.

সারসংক্ষেপ

ওয়াক্ফ পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলামে ওয়াক্ফ কেবল বৈধ রীতিই নয়, বরং এমন এক প্রশংসনীয় পুণ্যের কাজ, যার দ্বারা নিজের প্রিয় সম্পদকে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ, এর গুরুত্ব, বিভিন্ন যুগে এর ধরন, নীতিমালা, শর্তাবলি, ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ এর পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। গবেষণা কর্মটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা ও পর্যালোচনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব কল্যাণের

* এমফিল গবেষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ক্ষেত্রে ইসলাম যে কোন মতাদর্শ থেকে অগ্রগামী। মানবতার কল্যাণ সাধনই ইসলামী বিধি-বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ওয়াকফ সংক্রান্ত বিধান প্রণীত হয়েছে।

মূলশব্দ: ওয়াকফ; মোতাওয়াল্লী; ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২; ওয়াকফ আইন ২০১৩।

ওয়াক্ফ-এর পরিচয়

ওয়াকফের শাব্দিক অর্থ হল, কোন জিনিসকে আবদ্ধ রাখা, আটকে রাখা এবং দান করা ইত্যাদি।[১] আর শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াকফের সংজ্ঞায় আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা বর্ণনা করা হলো:

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে:

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

কোন বস্তুকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উপযোগকে দান করা।[২]

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে দিয়ে দেয়া যে, এর উৎপাদন ও উপযোগ বান্দাদের নিকটই প্রত্যানীত হবে অর্থাৎ এর উৎপাদন ও উপযোগ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে। তাঁদের মতে ওয়াক্ফ সম্পাদন করার সাথে সাথেই তা অপরিহার্য হয়ে যায়। কাজেই তা আর বিক্রয় করা যায় না, হেবা করা যায় না এবং উত্তরাধিকার হিসাবেও বণ্টন করা যায় না।[৩]

একদল আলিম সংক্ষিপ্তসারে ওয়াকফ-এর সংজ্ঞায় বলেন:

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة

মূল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রেখে এর ফল (উপকারিতা) উৎসর্গ করা।[৪]

ওয়াকফ-এর এ সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞা থেকে ব্যাপক; এতে ওয়াকফ আবশ্যক নাকি শুধুমাত্র বৈধ? ওয়াকফকৃত সম্পদের মালিকানা কার? ইত্যাকার প্রশ্নসহ ওয়াকফ সংশিস্নষ্ট গৌণ বিধি-বিধানের ব্যাপারে মতভেদ তৈরির সুযোগ থাকে না। এ কারণে আমরা ওয়াকফ-এর সংজ্ঞা হিসেবে এটিকে প্রাধান্য দিতে পারি। এ প্রাধান্যের পিছনে যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:

১. সাইয়্যিদ আমীর আলী, *আইনুল হিদায়া* (লাহোর: কানূনী কুতুবখানা, তারিখ বিহীন), খ. ২, পৃ. ২৪১
২. দামাদ আফিনদী, *মাজমাউল আনহুর* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তারিখবিহীন), খ. ১, পৃ. ৭৩১
৩. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী,* (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩৫০
৪. মানসূর ইবন ইউনূস আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪০; আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী* (বৈরূত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৯খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৮০; ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখসী, *আল মাবসূত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৮), খ. ১২, পৃ. ২৭

ক. এ সংজ্ঞাটি ওয়াকফ-এর মূলনীতি সম্পর্কে মহানবী স.-এর বাণীর হুবহু প্রতিধ্বনি। উমার রা-এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদকা করতে পার।[৫]

খ. সংজ্ঞায় ওয়াকফ-এর প্রকৃত প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। যাতে মতপার্থক্য করার সুযোগ নেই।

গ. সংজ্ঞায় বর্ণিত দুটি বিষয় তথা 'সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ' ও 'এর উপযোগিতা দান করা' সম্পর্কে আলিমগণ ঐকমত্য পেশ করেছেন। কেননা ইসলামী আইন প্রণেতাগণ ওয়াকফের সংজ্ঞায় এ ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, ওয়াকফকৃত সম্পদে উপকারভোগী কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার থেকে শুধু উপকার ভোগ করতে পারবে। কেননা মূল সম্পদের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ জায়েয নেই, এই জন্য তা বিক্রিও করা যায় না, বন্ধকও রাখা যায় না, হেবা করা যায় না বা মিরাছের ভিত্তিতে বণ্টনও করা যায় না।[৬]

ওয়াক্ফ-এর বৈশিষ্ট্য

ওয়াকফ একটি দান বিশেষ। তবে এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা একে অন্যান্য দান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। ওয়াক্ফ-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. একটি উৎসর্গ;

২. এটা একটি স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির উৎসর্গ;

৩. এ উৎসর্গ এমন উদ্দেশ্যে যা ইসলামী আইনে পুণ্যজনক, ধর্মীয় ও দাতব্য বলে স্বীকৃত;

৪. উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গ্রান্ট বা অনুদানও এর অন্তর্ভুক্ত;

৫. এর ক্ষেত্র ও পরিসর ব্যাপক। কেননা এর উপকারভোগী শুধুমাত্র দরিদ্র শ্রেণী নয়;

৬. এর উপযোগিতা ও প্রতিদান চলমান;

৭. উপকারভোগীর হস্তক্ষেপমুক্ত;

৮. মুসলিম বা অমুসলিম যে কেউ ওয়াক্ফ সৃষ্টি করতে পারে।[৭]

---

৫. হাদীসটির পূর্ণ বিবরণ ও সূত্র পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে।

৬. আবূ যাহরা, *মুহাযারাত ফির ওয়াকফ* (কায়রো: দারুল ফিকির আল আরবী, ১৯৭৬), পৃ. ৩৯

৭. খায়রুদ্দীন তালিব, "খাসাইসুল ওয়াকফ ফীশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ", *মাজাল্লাতুল জামিয়া আল-আরাবিয়্যাহ আল-আমরিকিয়্যাহ লিলবুহুছ*, খ. ১, সংখ্যা ১, পৃ. ৩০-৪০; গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য* (ঢাকা: ঢাকা ল' বুক হাউজ, ১৯৮৮), পৃ. ১১

ওয়াকফের গুরুত্ব

ওয়াকফ পুণ্য লাভের একটি সুন্দরতম উপায়। ইসলামে এটা কেবল বৈধ রীতিই নয়; বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম একাজে উৎসাহ প্রদান করে। ওয়াকফ এমন একটি পুণ্যের কাজ, যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ওয়াকফ হচ্ছে সমাজসেবা ও জনকল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতা ইনতিকালের পরও তার সে দান মানবতার কল্যাণে বহাল থাকে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه.

মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটি ছাড়া তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি বিষয় হলো, সাদকায়ে জারিয়া, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।[৮]

ইসলাম পূর্বযুগে ওয়াকফ

ইসলাম পূর্ব যুগেও ওয়াকফের প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও বাহ্যত তাকে ওয়াকফ নামকরণ করা হয়নি। এর প্রমাণ হল, পূর্বযুগেও বিভিন্ন উপাসনালয় বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর একক কোন মালিকানা ছিল না। ওয়াকফের প্রতিরূপই তার মাঝে প্রতিফলিত হয়।

আদিম যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের সাথে সাথে স্বয়ং মসজিদ ওয়াকফ হওয়ার বিষয়টিও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন বাইতুল্লাহ ও মসজিদে আকসার অস্তিত্ব এক বাস্তব সত্য বিষয়।

ঐ সমস্ত পবিত্র স্থানের ভোগ ব্যবহারের অধিকার একক কোন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত ছিল না; বরং সকল মানুষই তাতে শরীক ছিল। সুতরাং একথা বলা অর্থহীন হবে না যে, ওয়াকফের অস্তিত্ব সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

মুহাম্মদ আবু যাহরা [১৮৮৯-১৯৭৪খ্রি.] ওয়াকফের পর্যালোচনা করে লিখেছেন, ইসলাম ওয়াকফকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে। আর ওয়াকফকে শুধু উপাসনালয় ও মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং ওয়াকফ সম্পত্তি দরিদ্রদের জন্যও হতে পারে এবং করজে হাসানার জন্যও ব্যয় করা যায়।[৯]

---

৮. আবূ ঈসা আত তিরমিযী, *জামে তিরমিযী*, খ. ১, পৃ. ১৬৫ দেওবন্দ, ভারত

৯. মুহাম্মাদ গোলাম আবদুল হক, *আহকামে ওয়াকফ*, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, পৃ. ২৪

মহানবী স. -এর যুগে ওয়াকফ

এ সম্পর্কে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য উমর রা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রা. খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি যা ইতঃপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? রসূলুল্লাহ স. বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদকা করতে পার। উমর রা. এটি গরীব, আত্মীয় স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদকা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই, তবে এথেকে সঞ্চয় করবে না।[১০]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় এলেন তখন মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, হে বানু নাজ্জার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা বলল, এরূপ নয়, আল্লাহর কসম! একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা এর মূল্যের আশা রাখি।[১১]

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর রা. এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি রসূলুল্লাহ স. তাকে আরোহণের জন্য দিয়েছিলেন। উমর রা. কে জানানো হলো যে, ঘোড়াটি সেই ব্যক্তি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছে। তিনি রসূলুল্লাহ স. কে তা ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তুমি তা ক্রয় করবে না এবং যা সাদকা করে দিয়েছে তা আর ফিরিয়ে নিবে না।[১২]

---

১০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, (ঢাকা: হামিদিয়া লাইবেরী), খ. ১, পৃ. ৩৮৮

১১. সহীহ আল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭

...حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أمر بالمسجد وقال (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا) . قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

১২. বুখারী, *আসসাহীহ*, অধ্যায়: আল-ওয়াসাইয়া, হা. নং: ২৬২৩

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبتاعها فقال (لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك)

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন:

لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة

আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না। বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার সহধর্মিণীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাদকা রূপে বিবেচিত হবে।[১৩]

ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ওয়াক্ফকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট, কিছু সম্পর্কিত ওয়াক্ফ কর্মের সাথে এবং কিছুর সম্পর্ক ওয়াক্ফ সম্পত্তির সাথে।

ওয়াক্ফকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্ফকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানবান ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

২. ওয়াক্ফকারী ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াক্ফকারী মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোন অমুসলিম যদি বিধি মোতাবেক ওয়াক্ফ করে তবে তা বৈধ হবে।

৩. তার মধ্যে সম্পদ দানকারীর গুণাবলি[১৪] থাকতে হবে।[১৫]

ওয়াক্ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ইসলাম অনুমোদিত পুণ্যকর্মের জন্য ওয়াক্ফ করতে এবং তার ঘোষণা দিতে হবে। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, রাস্তাঘাট, সরাইখানা ইত্যাদি।

২. ওয়াক্ফ তৎক্ষণাৎ কার্যকর করতে হবে এবং কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যেমন অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ জমি ওয়াক্ফ ।[১৬]

৩. ওয়াক্ফকালে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছেমত ব্যয় করার শর্ত আরোপ করা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, যখন ইচ্ছা আমি এটা বিক্রয় করে এর অর্থ নিজ কাজে খরচ করতে বা দান সদকা করতে পারব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে 'ওয়াক্ফ' সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[১৭]

---

১৩. বুখারী, *আসসাহীহ*, অধ্যায়: আল-ওয়াসাইয়া, হা. নং: ২৬২৪

১৪. দানকারীর গুণাবলির মধ্যে রয়েছে: মুকাল্লাফ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, স্বেচ্ছায় দানকারী হওয়া, নির্বোধ বা বোকা না হওয়া ইত্যাদি। বিস্তারিত দ্র. *আল-মাওসুয়্যাহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ* (কুয়েত: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ম সংস্করণ, ১৪২৭হি.), খ. ৪৪, পৃ. ১২৪

১৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত

১৬. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, খ. ২, পৃ. ৩৫২

১৭. প্রাগুক্ত

৪. ওয়াক্‌ফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াক্‌ফ করছি যে, তিনদিন বিবেচনা করে দেখব এবং ইচ্ছে হলে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করতে পারব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ করলে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ওয়াক্‌ফ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা যাবে না। কাজেই নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।[১৮]

৬. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে তা বৈধ হবে না। কেননা এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ওয়াক্‌ফ স্থায়ীভাবে হওয়া শর্ত। সুতরাং ওয়াক্‌ফ করতে হবে এমন খাতে যা স্থায়ী হয়। যেমন সাধারণভাবে দরিদ্রদের জন্য, মসজিদের জন্য ইত্যাদি।

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্‌ফ করার সময় ওয়াক্‌ফ-এর বস্তুতে দাতার মালিকানা থাকা শর্ত। কাজেই জোরপূর্বক দখলকৃত জমির ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়, এমনকি পরবর্তীতে তা কিনে মূল্য পরিশোধ করলেও পূর্বের ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে না।[১৯] তবে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ব্যতীত যদি ওয়াক্‌ফ করে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত মালিক তা অনুমোদন করে তবে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে।[২০]

২. ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর পরিমাণ ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন কেউ বলল, আমি আমার জমি থেকে ওয়াক্‌ফ করলাম, কিন্তু কোথাকার কতটুকু জমি তা উল্লেখ করল না, এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে না। তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ি, যা সকলেই চেনে তার পরিমাণ বা সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে।

৩. ওয়াক্‌ফ বৈধ হবার উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, ওয়াক্‌ফ স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ রা. সহ আরও বহু সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ওয়াক্‌ফ করেছিলেন এবং মহানবী স. তা অনুমোদন করেছিলেন।[২১] এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আলিম ক্যাশ ওয়াকফকেও এ বিধানের আওতাভুক্ত করেন।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৬

১৯. কামালউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে হুমাম, *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল আলামিয়্যাহ, তা.বি), খ. ৫, পৃ. ৪১৭

২০. প্রাগুক্ত

২১. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, পৃ. ৩৫৭

ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম

নির্দিষ্ট কিছু শব্দ দ্বারা ওয়াক্‌ফ সংঘটিত হয়। যেমন–

ওয়াক্‌ফ-এর ভাষায় বা ওয়াক্‌ফকারীর নিয়তে এটা পরিষ্কার থাকতে হবে যে, সে যে সকল বস্তু ওয়াক্‌ফ করছে তা সংরক্ষিত রাখা হবে। সেই সঙ্গে উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শর্ত বা শব্দ যুক্ত করা যাবে না, যদ্বারা উক্ত শর্তসমূহ লঙ্ঘিত হয়।

ওয়াক্‌ফ লিখিতভাবে করা যেতে পারে, আবার মৌখিকভাবেও করা যেতে পারে। তথাপি এর জন্য সাধারণত লিখিত দলীল সম্পাদন করা হয়। দাতা দান বা ওয়াকফ বোঝায় এমন শব্দের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অথবা সে অন্য ভাষা অবলম্বন করলে তার সাথে সংযোগ করবে 'তা বিক্রি করা, দান করা, অথবা ওয়াসিয়ত করা যাবে না।[২২]

ওয়াক্‌ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হলে কিংবা স্থায়ীভাবে চলতে পারে সেভাবে ওয়াক্‌ফ করা না হলে ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে না।[২৩]

ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর গুণাবলি

ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর জন্য ফকীহগণ নিম্নোক্ত গুণাবলী নির্ধারণ করেছেন:

১. সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া;
২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;
৩. বিশ্বস্ত হওয়া;
৪. তত্ত্বাবধান কার্য পালনে সক্ষম হওয়া;
৫. মুসলমান হওয়া[২৪]

মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা

ওয়াকফকারী নিজেই ওয়াকফকৃত সম্পদের মুতাওয়াল্লী হওয়া জায়িয। এটি যাহিরী মাযহাব। ওয়াকফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত না করলে, সে মুতাওয়াল্লী হবে না। কেননা ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হল, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফ পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে অর্পণ করে দিবে। এই জন্য একবার ওয়াকফ করে দিলে সে মালের উপর ওয়াকফকারীর কর্তৃত্ব থাকে না, এটি ইমাম মুহাম্মদ রা.-এর উক্তি।

২২. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, "ওয়াকফ", *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২১১

২৩. অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৬৬৫

২৪. *আল-মাওসুয়্যাহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ* , খ. ৪৪, পৃ. ২০৫-২১০

ওয়াকফকারী অন্যকে মুতাওয়াল্লী বানালে সে মুতাওয়াল্লী হতে পারে, এমতাবস্থায় নিজেকে মুতাওয়াল্লী বানানো অধিক যৌক্তিক।[২৫] কিছু সংখ্যক আলিমের মত, মসজিদের জন্য ওয়াকফ করলে তাতে মুতাওয়াল্লী বানানো আবশ্যক নয়। কেননা মসজিদ কারও করায়ত্তে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে এই মতের উত্তরে বলা হয় যে, মসজিদের জন্যও মুতাওয়াল্লীর প্রয়োজন রয়েছে। যাতে করে সে মসজিদ পরিষ্কার রাখতে পারে এবং দেখাশুনা ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাই ওয়াকফকারী যদি মসজিদের মুতাওয়াল্লীর অধিকার অন্যকে দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়িয হবে।[২৬]

ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব

মুতাওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে কর্মী নিযুক্ত করতে পারে। আর পারিশ্রমিক হবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। ওয়াকফ সম্পত্তির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারে।

মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকৃত মসজিদের আয়-ব্যয় হতে পানি ও বিদ্যুৎ বাবদ খরচ করতে পারে। কেউ যদি মসজিদ নির্মাণের জন্য কোন কিছু প্রদান করে, তাহলে মুতাওয়াল্লী এছাড়া ভিন্নকাজে তা খরচ করতে পারবে না। মুতাওয়াল্লী অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য কোন কিছু ধার করবে না।[২৭]

মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দান

ওয়াকফকারী যদি নিজেকে মুতাওয়াল্লী বানায় এবং নিজে মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত রাখে আর ওয়াকফ সম্পত্তিতে তার খিয়ানত প্রমাণিত হয়, তাহলে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে অব্যাহতি দান করবেন, যাতে করে দরিদ্রদের হক সংরক্ষিত হয়।

নাবালেগ বাচ্চাদের হক সংরক্ষণ করার জন্য তাদের পক্ষে নিয়োগকৃত প্রতিনিধিরা খেয়ানত করলে যেভাবে বিচার বিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারে, অনুরূপ এক্ষেত্রেও বিচারক মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

যদি ওয়াকফকারী এই শর্তারোপ করে যে, রাষ্ট্র প্রধান ও আদালত তাতে মুতাওয়াল্লী পদ হতে অব্যাহতি দিতে পারবে না, তারপরও খিয়ানত পাওয়া গেলে তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা এই শর্ত শরয়ী বিধানের পরিপন্থী। সুতরাং তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[২৮]

২৫. ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৫, পৃ. ৪০
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
২৮. ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৫, পৃ. ৬১

যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকারীর জীবদ্দশায় মারা যায়, তাহলে ওয়াকফকারী নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন মুতাওয়াল্লী নির্ধারণ করবে।[২৯] মুতাওয়াল্লী যদি উন্মাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। ওয়াকফ ইসলামী আইনের একটি বিশাল অধ্যায়। এটি এতো স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করা কঠিন। বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট ফিতাবাদি দেখা যেতে পারে।[৩০]

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমাহাদেশে ওয়াকফ

প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাসূলের স. যুগেই আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলামের অমীয় ঝর্ণাধারা বাংলায় প্রবেশ করেছে। তবে এখানে মুসলানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয় ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেকের সময়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির অভিযানের মাধ্যমে ১২০৩ খৃস্টাব্দে। তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলে রংপুর নামক রাজধানী স্থাপন করেন। তবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল তার শাসনের বাইরে ছিলো। এর শতাব্দীকালেরও বেশ পরে ১৩৩০ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ তুগলুক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮/৪৯ খৃ.) চট্টগ্রাম জয় করেন। এভাবে পুরো বাংলাদেশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। তবে এর বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রবেশ করে।[৩১]

বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৫৫৪ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলা শাসন করেন।[৩২] এ সময়ে ওয়াকফ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো তার কিছু চিত্র আমরা পেশ করছি।

বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার[৩৩] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ এলাকায় মক্তব, মাদরাসা কায়েম করতেন এবং এসবের ব্যয়ভার বহনের জন্যে প্রভূত ধনসম্পদ ও জমিজমা দান করতেন।[৩৪]

২৯. আস সারাখসী, *আল মাবসূত*, খ. ১২, পৃ. ৪৪
৩০. মুহাম্মাদ উবাইদ আল কুরাইসী, *আহকামে ওয়াকফ ফী শারীয়াতিল ইসলামিয়া* (বাগদাদ: ১৯৭৭খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২০
৩১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ১৩-২৪
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৩৩. আয়মাদার: ধর্মপ্রচার, শিৰকতা বা দাতব্য কার্যের পুরস্কার স্বরূপ মুসলিম রাজা-বাদশাহ থেকে প্রাপ্ত নিষ্কর অথবা নামমাত্র করবিশিষ্ট জমি যে ভোগ করে।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

বাংলার প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং তিনি দিল্লী সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেকের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৫]

W. Adam বলেন, রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজের জন্য। (Adam, second report, P. 37)| কসবা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করতো তাদের যাবতীয় খরচপত্রাদি যথা-বাসস্থান, আহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বই পুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কালি-কলম, প্রসাধন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হতো।[৩৬]

গোলাম হোসেন তার ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন যে, মুর্শিদ খুলি খাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বীরভূমের আসাদুল্লাহ নামক জনৈক জমিদার তার আয়ের অর্ধাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।[৩৭]

ধনবান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এ প্রথাও বিদ্যমান ছিলো যে, তারা উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে তাদের সন্তানাদির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র ছাত্রগণও বিনা পয়সায় তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করতে পারতো। পান্ডুয়াতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিলো যে, মুসলিম ভূস্বামীগণ তাদের নিজেদের খরচে প্রতিবেশী দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। এমন কোন বিত্তশালী ভূস্বামী অথবা গ্রামপ্রধান ছিলেন না, যিনি উক্ত উদ্দেশ্যের জন্যে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করেননি।[৩৮]

প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমুদয় ব্যয়ভার একজন ব্যক্তি বহন করতেন, সরাসরিভাবে অথবা দান, ওয়াকফ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে।[৩৯]

বাংলাদেশের ওয়াকফ অধ্যাদেশ ও আইনসমূহ

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীতে ওয়াকফ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। যেমন-

১. Waqf Validating Act. 1913, (১৯১৩ সালের ৬ নং আইন)

২. Bengal Waqf Act-1934 (১৯৩৪ সালের ১৩ নং আইন)

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২; A. R. Mallik, *Br. Policy & the Muslims in Bengali*, P. 150

৩৭. Ghulam Hussain, *Seiyere Mutakherin*, Vollll, P. 63, 69, 70 & 165; সূত্রঃ খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪২

৩৮. Adam, *First Report*, P. 55; Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education*, P. 6

৩৯. আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ১৪৩

৩. The Waqfs Ordinance, 1962 (১৯৬২ সালের ১ নং অধ্যাদেশ)

৪. ওয়াকফ (সম্পত্তি ও হস্তান্তর) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫ নং আইন)

এছাড়া ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে গতি আনার জন্য সরকার ১৯৭৫ ইং সালে **"বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন বিধান"** (The Bangladesh Waqf Administration Rules) নামে একটি বিধান এবং ১৯৮৯ ইং সালে **"বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্মচারী সার্ভিস বিধান"** (The Bangladesh Waqf Administration Employee Service Rules) নামে আরো একটি বিধি চালু করেছে।

তবে বর্তমান আলোচনা শুধুমাত্র ওয়াক্ফ প্রশাসন সংক্রান্ত বিধি-বিধিনেই সীমাবদ্ধ। বিধায় মুসলিম ওয়াক্ফ আইন ১৯১৩ ইং-এর পর্যালোচনা এখানে করা হবে না, কারণ সে আইনটি ছিল ঘোষণামূলক। ১৯০৮ ইং সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ৯২ ধারাটি এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ এটি ওয়াক্ফ প্রশসানিক কার্যক্রমের জন্য নয়, সেটি শুধু আইনী প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যকর, যা ভুল সংশোধনের অথবা কোন একাউন্ট পরিচালনা বা অথোরাইজড সম্পত্তি হস্তান্তরে ফলপ্রসু হবে। মুসলিম ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯২৩ ইং ওয়াক্ফ প্রশাসন সম্পর্কিত, তবে অতিসাবধানতা এবং কিছু আইনী ফাঁকফোকর ও ত্রুটি থাকায় সেটি অকার্যকর। নিম্নে মুসলিম ওয়াক্ফ আইন ১৯২৩ ইং, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং ও ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩-এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উল্লেখ করা হলো:

মুসলিম ওয়াক্ফ আইন ১৯২৩ ইং এর পর্যালোচনা

ওয়াক্ফ সম্পত্তির উত্তম পরিচালনা এবং সম্পত্তির যথাযথ হিসাব পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্যে মুসলিম ওয়াক্ফ আইন ১৯২৩ ইং (Mussalman Waqf Act 1923) আইনটি পাশ করা হয়েছিল। এই বিধান অনুযায়ী কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির (ওয়াক্ফ লিল আওলাদ ব্যতীত) মুতাওয়াল্লীকে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় ব্যয় সংক্রান্ত একটি বিবরণ কোর্টে দাখিল করতে হবে। ওয়াক্ফ সম্পত্তির দলিল এর কপি এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির অডিট করিয়ে এর একটি হিসাবও দাখিল করতে হবে। তবে যদি কোন ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করে, তবে প্রথমবার ৫০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ভুলের জন্য ২০০০ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

যেহেতু ১৯২৩ইং সালের আইনটি প্রচ-ভাবে সিভিল কোর্ট নির্ভর এবং কোর্ট সর্বদাই বিভিন্ন মামলা মোকদ্দামা নিয়ে অতিব্যস্ত, তাই তাদের পক্ষে এই আইন এর বিধান কার্যকরিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। তাই কোর্ট দ্বারা তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয় বিধায় ওয়াক্ফ প্রশাসন এর উন্নতি হয়নি।

উল্লেখিত আইনটির উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে:

(ক) আইনটির সেকশন ৩ অনুযায়ী মুতাওয়াল্লীকে তার কর্তব্য (হিসাব বিবরণী দাখিল) পালনে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য কোর্টের কোন কর্তৃত্ব নেই। তবে কোন অনিয়ম করলে জরিমানা করার বিধান ছাড়া অতিরিক্ত কিছু এতে নেই।

(খ) দখলদার যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তি অস্বীকার করে, তবে এর জন্য কোন বিধান রাখা হয়নি।

এই আইনের অধীনে কোর্ট ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবস্থা জানার জন্য কোন তদন্ত করবে কিনা, এর ব্যাখ্যা/উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্ট বিভিন্নভাবে রায় প্রদান করায় এর গুরুত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েই গেল। অতএব, অনেক চেষ্টার পরও মুসলিম ওয়াক্ফ আইন ১৯২৩ ইং অতি সাবধানতা (excessive caution) ও অসম্ভব-এর ভয়ের (illusory fear of discontentment) কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে।[৪০]

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর পর্যালোচনা

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তান ওয়াকফ অধ্যাদেশ হিসেবে চালু ছিল। অধ্যাদেশটি ১৯৬২ সালের ১ নং অধ্যাদেশ। এতে ১২টি অধ্যায় ও ১০৫টি ধারা সংযোজিত হয়েছে। ২০১৩ সালে ওয়াকফ (সম্পত্তি ও হস্তান্তর) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রবর্তনের পূর্বে এটি দেশের ওয়াক্ফ প্রশাসন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রধান আইন হিসেবে বিবেচিত ছিল। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং দ্বারা দেশের ওয়াক্ফ প্রশাসন এবং ওয়াক্ফ স্টেটসমূহের সার্বিক কর্মকা- নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো।

অত্যন্ত বড় আশা নিয়ে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং প্রচার করা হয়েছিল যে, এটি বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা রাখবে ও কাজে গতি আনবে। কিন্তু কিছু আইনী অপর্যাপ্ততা ও আইনী ফাঁক থাকায় ওয়াক্ফ সম্পত্তির কার্যকর পরিচালনা ও যথাযথ তত্ত্বাবধান এর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে ব্যর্থ হয়েছে।

ড. শাহিন জোহরা 'ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং'-এর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো উল্লেখ করেছেন:

ক. ওয়াক্ফ সম্পত্তির জরিপ সংক্রান্ত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং ওয়াক্ফ প্রশাসনকে দেশের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি জরিপ করার ক্ষমতা দিয়েছে। ওয়াক্ফ প্রশাসন জরিপ কার্য পরিচালনায় যাদেরকে

[৪০]. Shahin Zohora, "Waqf as Administered in Bangladesh: A Critical Review" in *UITS Journal*, Volume: 2, Issue: 1, June 2013, p. 166

যোগ্য মনে করে তাদেরকে জরিপ কার্যে নিয়োজিত করতে পারবে। এই জরিপের উদ্দেশ্য হল ওয়াক্ফ সম্পত্তির নির্ধারিত/চিহ্নিতকরণ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নেয়া। তবে এতে কোন বাধ্যবাধকতার বিধান এবং কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নাই যে এত তারিখ বা প্রতি ১০/১২ বছর পরপর সময়ের মধ্যে জরিপ কার্য সম্পন্ন করতে হবে। এইজন্য অধ্যাদেশ প্রণয়নের ৫৩ বছর পার হওয়ার পর শুধুমাত্র একবার ওয়াক্ফ সম্পত্তির জরিপ কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ১৯৮১ ইং সালে। তবে তাতেও যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহরা করা হয়নি। **"ইনাম কমিটি'র"** রিপোর্টে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওয়াক্ফ প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী জরিপ কাজটি পরিচালনায় ওয়াক্ফ প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৮৫ ইং সাল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে দেশে কোন জরিপ কাজ করা হয়নি। ১৯৮৬ ইং সালে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ওয়াক্ফ প্রশাসক-এর অনুরোধে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন বিভাগে এবং জেলায় ব্যাপকভাবে দেশের ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করে। তবে এই জরিপটিতেও বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার কারণে ওয়াক্ফ প্রশাসনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

জরিপ সংক্রান্ত বিধানের মারাত্মক ত্রুটির মধ্যে রয়েছে:

০১. ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবৈধ দখলদারিত্ব সম্পর্কে কোন তথ্য এই পরিসংখ্যান রিপোর্টে নেই।

০২. দরগাহ/মাজার ও ওয়াক্ফ আল-আওলাদ সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

০৩. পরিসংখ্যান ব্যুরো বিরোধযুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তিতে কোন রকম গুরুত্ব প্রদান করেনি।

তাই দেশের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর আরো একটি ব্যাপক জরিপ হওয়া দরকার এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় জরিপ করার বিধান আইনে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

খ. মুতাওয়াল্লী অপসারণ করার বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওয়াক্ফ প্রশাসন নিজে অথবা কোন ব্যক্তির আবেদন-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন মুতাওয়াল্লীকে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যেমন- ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়ের ভুল হিসাব প্রদান করা, অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে জাল ভাউচার প্রদান, দান, নজরানা বা বিভিন্ন খাত থেকে আগত টাকার হিসাব না দেখিয়ে তা গোপন করা অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবৈধ হস্তান্তর, রশিদ এ কম পরিমাণ টাকা দেখিয়ে বাকি টাকা আত্মসাৎ করা, জমিদারী, জায়গীরদারী, জরিমানার ঋণপত্র বা ইনামগুলো নিজ নামে করিয়ে এ থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা প্রভৃতি অভিযোগে অপসারণ করতে পারে।

তবে মুতাওয়াল্লীর অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর স্থগিতাদেশ জারি করার ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ প্রশাসনের কোন ক্ষমতা নেই। এমনকি অবৈধভাবে হস্তান্তরিত সম্পত্তি অথবা মুতাওয়াল্লী কর্তৃক আত্মসাতকৃত অর্থ উদ্ধারে কোর্টের হস্তক্ষেপ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সাথে সাথে এ কথা বলারও অপেক্ষা রাখে না যে, সিভিলকোর্টে কোন সম্পত্তির অভিযোগ নিষ্পত্তি হতে এবং কোন আত্মগোপনকৃত অর্থ মামলার নিষ্পত্তি হতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়, কখনো কখনো এই সম্পত্তি উদ্ধার করাও সম্ভব হয় না। যাই হোক, এটি একটি দুঃখজনক বিষয় যে, এই অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান নেই যে, যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কোন মুতাওয়াল্লীর সময় নষ্ট হয়ে যায় এবং এ কারণে মুতাওয়াল্লী অপসারিত হয়, তখন এই বিষয়টি মুতাওয়াল্লীর ব্যক্তিগত কৈফিয়ত এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ঠিক তেমনিভাবে যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি মুতাওয়ল্লীর কুকর্মের দরুণ সরকারী খাস জমি হিসাবে রেকর্ড হয়ে যায় তখন এই অপরাধ বন্ধে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তাও বলা হয় নি।

গ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং (পূর্ব পাকিস্তান) জারী হওয়ার পূর্বে ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলো বেইল ওয়াক্ফ আইন ১৯৩৪ ইং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। এই আইন-এর অধীনে অনেক সম্পত্তি নিবন্ধিত হয়েছে। তবে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং-এ পুনরায় সকল সম্পত্তির নিবন্ধন এর বিধান রাখা হয়েছে।

পুনরায় নিবন্ধন এর বিধান রাখায় অনেক সমস্যা হয়। যার ফলে বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন এর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ফলে ওয়াক্ফ প্রশাসন অনেক ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং বেইল ওয়াক্ফ আইনটিও চিরদিনের জন্য তার কার্যকারিতা হারায়।

ঘ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির ধরন র্নিণয় সম্পর্কিত বিধান

কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি কি না তা ওয়াক্ফ প্রশাসন নির্ধারণ করবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সিভিল কোর্টের শরণাপন্ন হতে হবে।

যেহেতু সিভিল কোর্ট বিভিন্ন জমিজমার মামলা নিয়ে অতিব্যস্ত, তাই মুতাওয়াল্লী এবং ওয়াক্ফ প্রশাসনকে বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনা ও খরচের সম্মুখীন হতে হয়।

ঙ. ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং পরিষ্কারভাবে ওয়াক্ফ প্রশাসনের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সম্পত্তি মুতাওয়াল্লী কর্তৃক হস্তান্তরে নিষেধ করে। তাই এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী যদি কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ প্রশাসনের অনুমতিতে ছাড়া হস্তান্তরিত হয়ে থাকে, তবে তা

বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ওয়াক্ফ প্রশাসন এই ব্যাপারে অবহিত হওয়ার ৪ মাসের মধ্যে অথবা হস্তান্তর হওয়ার ৩ বছরের মধ্যে তা বাতিলের জন্য আবেদন করবে।

এই বিধানের মারাত্মক ত্রুটি হল তা উদ্ধারের সীমিত সময় নির্ধারণ করে দেওয়া। অথচ এ সময়ের মধ্যে ওয়াক্ফ প্রশাসনের পক্ষে এই জমিটি উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়। যার ফলে তা মুতাওয়াল্লী কর্তৃক তা আত্মসাৎ হয়ে থাকে। দূঃখজনক হলেও সত্য যে, মুতাওয়াল্লী কর্তৃক এই ধরণের কুকর্মের জন্য তাকে এই বিধানে কোন দণ্ডনীয় অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না। ফলে এই ধরণের হস্তান্তর রোধ করা সম্ভবপর হয় না।

চ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির হিসাবের বিবরণী দাখিল সম্বলিত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী/কমিটি ওয়াক্ফ সম্পত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ সঠিক হিসাবের বিবরণ প্রস্তুত করে ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিকট জমা দিতে হবে এবং কোর্ট কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত কালেক্টর কর্তৃক ও সঠিক হিসাব বিবরণী দাখিল করার বিধান রাখা হয়েছে।

তবে যদি মুতাওয়াল্লী/ কমিটি/কালেক্টর হিসাব বিবরণী দাখিল না করে, তবে তা ৬১ ধারায় কোন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার বিধান রাখা হয়নি। যার ফলে মুতাওয়াল্লী/কমিটি/কালেক্টর বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে দেরীতে হিসাব দাখিল করেন বা কখনো কখনো হিসাবই দাখিল করে না, যার ফলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি মারাত্মকভাবে অচল হয়ে পড়ে।

ছ. শাস্তি সংক্রান্ত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুযায়ী যদি মুতাওয়াল্লী যথাযথ দায়িত্বপালন ও হিসাব প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তবে ৬১ ধারা অনুযায়ী মাত্র দুই হাজার টাকা বা আরো কোন গুরুতর অপরাধ হলে ৬ মাসের জেল বা উভয়টি একসাথে প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং জারির পাঁচ দশক পার হয়ে গেলেও অদ্যাবধি এই জরিমানা বৃদ্ধি করা হয়নি, যা বর্তমানে এই ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে অতি অপ্রতুল।

জ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির চাঁদা/ট্যাক্স সংক্রান্ত বিধান

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুসারে প্রতি মুতাওয়াল্লীকে বার্ষিক আয়ের শতকরা ৫% হারে চাঁদা/ট্যাক্স ওয়াক্ফ প্রশাসনে জমা রাখতে হবে। তবে মোট আয়ের মাত্র ৫% ওয়াক্ফ প্রশাসনের খরচের তুলনায় অপ্রতুল। কারণ, সময়ের চাহিদায় ওয়াক্ফ প্রশাসনের লিল্লাহর প্রধান এর বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় খরচ অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং মাত্র ৫% টাকা দিয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসনের বিভিন্ন খাতের খরচ মিটানো সম্ভব নয়।

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ বাংলাদেশ সংশোধনের বিভিন্ন পদক্ষেপ

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ কমিটি ২৬-১০-১৯৯৭ ইং তারিখে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর কিছু ধারা উপধারার সংশোধনী আনার লক্ষে এক জরুরী আলোচনা সভায় বসেন। উক্ত আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সংশোধনী একটি খসড়া প্রস্তাব পরবর্তী মিটিং-এ বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে। ওয়াক্‌ফ কমিটির একটি মিটিং ৩০/০৪/১৯৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং সংশোধনীর একটি খসড়াও এতে উপস্থাপন করা হয়। এই মিটিং-এ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ সংশোধনী নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। অন্যদিকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার লক্ষে ২৫শে আগস্ট ১৯৯৮ইং তারিখে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিটির মাননীয় সদস্যবর্গ এই মর্মে চূড়ান্তভাবে একমত পোষণ করেন যে, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। পাশাপাশি ইসলামী এবং শরীয়াহ্ আইনকে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে আরো শক্তিশালী ও যুগপোযোগী করার লক্ষে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা পর্যালোচনা করার পর ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৩ জন মাননীয় সংসদ সদস্যকে সদস্য করে ওয়াক্‌ফ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার লক্ষে একটি সাব-কমিটিও গঠন করে।[৪১]

১১ নভেম্বর ১৯৯৮ইং তারিখে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন অফিসে ওয়াক্‌ফ কমিটির একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ সংশোধনী প্রস্তাবনাকে বিবেচনার জন্য আলোচনা করা হয় এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা-উপধারা সংশোধনীর লক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ সংশোধনী প্রস্তাবনা জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে। পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনী সমস্যার সমাধানকল্পে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা উপধারা সংশোধনীর জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য ৩ মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে উপস্থাপন করা হয়।[৪২]

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং সংশোধনী প্রস্তাবনার পর্যালোচনা

এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে ধর্ম মন্ত্রণালয়াধীন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাব কমিটি এবং ওয়াক্‌ফ কমিটি ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর কিছু ধারা উপধারা সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-এর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৪১. Ibid, p. 170
৪২. Ibid

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী প্রস্তাবনার উপর একটি বিশ্লেষণ

উল্লেখিত সংশোধনী প্রস্তাবনার কিছু ধারা ও দিক নির্দেশনার উপর কিছু আলোচনা নিম্নে পেশ করা হল:

ওয়াক্‌ফ কমিটি এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়াধীন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাব কমিটির দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবনায় ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর ধারা ২ এর কিছু সংজ্ঞা সংযুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাটি হল Waqf by user এর সংজ্ঞা। অর্থ্যাৎ যদি কোন ভূ-সম্পত্তি আদিকাল থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন- মসজিদ, কবরস্থান অথবা কোন মাজারের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান (চেরাগী/ পিরোতান/ পিরপোল/ যিম্মাদার/ খাদেমদারী/ জমি, যা সাধারণ মানুষ দ্বারা ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়েছে) সে সম্পত্তিগুলো ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে, যদিও এই সম্পত্তি উৎসর্গ বা ওয়াক্‌ফ করার কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান ছিল না যে, মসজিদ, ঈদগাহ, ইমামবারা, দরগাহ, মাজার, খানকাহ, তাকিয়া (চেরাগী/ পিরোতান/ পিরপোল/ যিম্মাদার/ খাদেমদারীর সম্পত্তি, যা সাধারণ মানুষ যারা ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়েছে) সংযুক্ত ভূ-সম্পত্তি Waqf by user হিসাবে গণ্য হবে, সেহেতু এই উপধারাটি সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ Waqf by user হিসাবে গণ্য করা হবে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ছিলনা।

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে রক্ষণাবেক্ষণে গতি আনার লক্ষে ওয়াক্‌ফ কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুতওয়াল্লীর স্থলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা। এই প্রস্তাবনায় ধারা নং-২৭ একটি উপধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রশাসন একটি অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে এবং প্রয়োজনে (শুধুমাত্র মাজার, দরগাহ, ইমামবাড়া) পরিচালনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করতে পারে। তবে উল্লেখিত তিনটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে যদি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, তবে কোন কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, এই মাজার, দরগাহ অথবা ইমামবাড়া ব্যতীত অন্যান্য ওয়াক্‌ফ সম্পতিতে কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ২৭ ধারায় একটি নতুন উপধারা সংযোজন করার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪৩]

এই প্রস্তাবনায় ২৭নং ধারায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞায় আরো একটি উপধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এই উপধারা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ প্রশাসন

৪৩. Ibid, p. 172

মুতাওয়াল্লী/কমিটি প্রত্যাহার করত একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে একজন অফিসিয়াল কালেক্টর নিয়োগ প্রদান করতে পারে। এছাড়াও ওয়াক্ফ প্রশাসন সম্পত্তিতে দুর্নীতি এবং অপব্যবহার রোধে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২নং ধারা অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অপব্যবহার করে অথবা ৬১ ধারা অনুযায়ী কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তি পচিালনায় অনুপোযুক্ত অসমর্থ ও অবহেলাকারী হয় তবে ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্তৃক অপসারিত হবে। তবে এ ধারায় এমন কোন বিধান রাখা হয়নি যে, মুতাওয়াল্লী কর্তৃক এ ধরনের ওয়াক্ফ সম্পত্তির অপব্যবহার বা অবহেলার জন্য যে ক্ষতি হবে তা ব্যক্তিগত দায় হিসাবে পরিগণিত হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য থাকবে এবং Public Demand Recovery Act 1913 অনুযায়ী এ সম্পত্তিটি উদ্ধার্য।[৪৪]

এই উপধারাটি সংযুক্তির ফলে আশা করা যায় যে, মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তি বেপরোয়া অপব্যবহার অথবা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে অতীব সাবধান হবে।

ওয়াক্ফ সম্পত্তি নিবন্ধন বিষয়ে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং অনুযায়ী পূর্বের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফ প্রশাসনে নিবন্ধন করতে হবে। এ ধারা অনুযায়ী পূর্বের সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি, যা বেঙ্গল ওয়াক্ফ আইন ১৯৩৪ইং এর মাধ্যমে নিবন্ধিত, তা পুনরায় নতুন করে নিবন্ধন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণেই সংশোধনী প্রস্তাবনায় (৪৭) নং ধারায় একটি উপধারা (১) এই মর্মে সংযোজন করা হয়েছে যে, যে সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি বেঙ্গল ওয়াক্ফ আইন ১৯৩৪ইং অধীনে নিবন্ধিত সে সকল সম্পত্তি পুনরায় নতুন করে নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই এবং ঐ সম্পত্তিগুলো ১৯৬২ইং সনের আইনের আওতায় পরিগণিত হবে। ফলে নতুন করে নিবন্ধন করার জটিলতা থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া গেল।

এই প্রস্তাবনার ৫২ ধারার ডি (d) উপধারায় আরো ১টি নতুন উপধারা সংযুক্ত করা হয়েছে এই মর্মে যে, মুতাওয়াল্লী/কমিটি প্রশাসন/অডিটর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় হিসাবের কাগজ পত্র উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে তবে তা ৬১ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ ধারা অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী/কমিটি প্রশাসন বা অডিটর এর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজ এবং হিসাব উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে এবং তাদের এটিও জানা থাকবে যে যদি হিসাব ও কাগজপত্র প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।[৪৫]

৪৪. Ibid
৪৫. Ibid, p. 173

মুতাওয়াল্লী/কমিটি কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবৈধ হস্তান্তর রোধে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি উদ্ধার করার লক্ষে ওয়াক্ফ কমিটি এবং সংসদীয় স্থানীয় কমিটি সংশোধনী প্রস্তাবনার মাধ্যমে ৫৬ ধারার (৩) উপধারা আইনী সীমাবদ্ধতা উঠিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করে।

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ইং এর ৬০ নম্বর ধারায় ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে মুতাওয়াল্লী/কমিটি কর্তৃক অতিরিক্ত খরচ কমানোর লক্ষে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে যে, মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় থেকে ৪৭ ধারা অনুযায়ী কোন কাগজ পত্র তৈরি বা কপি অথবা ৫২ ধারা অনুযায়ী কোর্টে আপিল করার জন্য কোন খরচ করতে পারবেনা।

তবে শুধুমাত্র কোর্টের নির্ধারিত ফি ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে নিতে পারবে, এ ধারার অধীনে যদি মুতাওয়াল্লীর কোন মিথ্যা বা অসত্য বা অপর্যাপ্ত বিবরণ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অপর্যাপ্ত এবং এই বিধান অনুযায়ী মুতাওয়াল্লীর দুর্নীতি থামানো কখনো সম্ভব হবেনা।

একারণেই মুতাওয়াল্লীর দুর্নীতির কারণে অপসারিত হলে (২০০০) টাকার পরিবর্তে (১০,০০০) টাকা জরিমানার বিধান এবং ৬ মাসের কারাদণ্ডের পরিবর্তে মাত্র ২ বছর কারাদণ্ডের বিধান সংশোধনী প্রস্তাবনায় সুপারিশ করা হয়েছে। ওয়াক্ফ প্রশাসনের খরচ নির্বাহের জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি বার্ষিক আয়ের ৫% হারে ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এদিয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসনের বিভিন্ন খরচ নির্বাহ করা সম্ভব নয় বিধায় সংশোধনী প্রস্তাবনায় ৫% এর স্থলে ১০% এর সুপারিশ করা হয়েছে।

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৭২ নম্বর ধারা ২ উপধারাটি সংশোধনী প্রস্তাবনায় পূণঃস্থাপন করা হয়েছে। এই নতুন উপধারা অনুযায়ী ওয়াক্ফ প্রশাসন ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ৭৪ ধারার ১নং উপধারা অনুযায়ী ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কে কোন মামলা পরিচালনার জন্য প্রশাসন কোন আইনজীবী নিয়োগ করলে ফান্ড না থাকার কারণে তার জন্য কোন খরচ গ্রহণ করতে পারতো না।

সংশোধনী হচ্ছেঃ এই ধারাটি বাতিল করার লক্ষে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের সংশোধনী প্রস্তাবনার ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ফান্ডের অনুমোদন দেয়। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ইং এর সংশোধনী প্রস্তাবনায় ৮১নং ধারার ৫নং উপধারা নামে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে।

ধারাটি হলোঃ "যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি মুতাওয়াল্লী/কমিটি এর অবহেলার কারণে পৌরসভার কর, জমি উন্নয়ন কর, আয়কর, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধ না করার কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রির অথবা নিলামের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, তবে একটি অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে, যা ওয়াক্ফ প্রশাসনের পক্ষ থেকে

দেয়া হবে।" এই ধারাটি সংযোজনের ফলে মূল্যবান ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রতারণা ও জালিয়াতি হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করাও সম্ভব হবে।[৪৬]

ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে যে কোন ধরণের অপরাধ প্রবণতা রোধ করার লক্ষে সংশোধনী প্রস্তাবনায় ৮৪ ধারার ২ উপধারায় একটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির কোন সুবিধাভোগী ব্যক্তি বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হলে অধ্যাদেশের ৬১ ধারা অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। ওয়াক্ফ বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয় যে, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের কিছু ধারা উপধারা সংশোধন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। প্রায় পাঁচ যুগ পূর্বে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছিল, যাই হোক এত বছর পরে কালের প্রবাহে সমাজে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তাই ওয়াক্ফ প্রশাসনে একটি গতিশীল কার্যকরী আইন প্রণয়ন করা জরুরী। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের সংশোধনী প্রস্তাবনাটি শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের প্রয়োজনেই নয় বরং তা যুগের চাহিদাও বটে।

ওয়াক্ফ আইন, ২০১৩ এর পর্যালোচনা

২০১৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করার লক্ষ্যে "ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩" (২০১৩ সনের ৫ নং আইন) শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন ও পাস করা হয়।[৪৭] আইনটির শুরুতেই এটি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়েছে, "যেহেতু ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্ত ান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল;"। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আইনটি শুধুমাত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন বিষয়ক। এটি ওয়াকফ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আইন নয়। একইভাবে এটিও প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ইতঃপূর্বে অনিয়ন্ত্রিত ছিল এবং পূর্বের কোন আইনে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বিধান ছিল না। নিম্নে আইনটির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের পর্যালোচনা বিধৃত হলো।

এক: হস্তান্তর পদ্ধতি

আইনটির ৪ নং ধারায় সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীন নিম্নরূপ পদ্ধতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে, যথা:

৪৬. Ibid

৪৭. আইনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে নিম্নের লিংকে বর্তমান রয়েছে। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1109, 28.01.2015

ক. বিক্রয়ের মাধ্যমে;
খ. দানের মাধ্যমে;
গ. বন্ধকের মাধ্যমে;
ঘ. বিনিময়ের মাধ্যমে;
ঙ. ইজারা প্রদানের মাধ্যমে; এবং
চ. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তরের মাধ্যমে।[৪৮]

ইসলামী ফিকহের গ্রন্থসমূহে ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তরের এসব পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ বিধৃত হলো:

ক. ওয়াকফকৃত সম্পদ বিক্রয় বা বিনিময়: ফকীহগণ ওয়াকফের সম্পদ বিক্রয় ও বিনিময়ের বিধান একই সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ বিধান সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এমনকি একই মাযহাবের বিভিন্ন ইমাম বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। একদল আলিমের মতে, কোন অবস্থাতেই ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রয় বৈধ নয়। অন্য একদলের মতে বৈধ। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াকফ সম্পত্তি মসজিদ হলে তা কোনক্রমেই বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ নয়। অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করার বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও সাহেবাইনের[৪৯] মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে, অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ নয়; কিন্তু সাহেবাইনের মতে বৈধ এবং এর উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেলে তা বিক্রয় বা বিনিময়ও বৈধ। এ মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াকফকৃত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময়ের বিধান এর স্বরূপের উপর নির্ভর করে। যদি ওয়াকফকারী নিজের বা অন্যের জন্য উক্ত সম্পদ বিক্রি বা বিনিময়ের শর্তারোপ করে থাকেন তবে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা বিক্রয় ও বিনিময় বৈধ। কিন্তু যদি ওয়াকফকারী এ রূপ শর্তারোপ না করে থাকেন এবং উক্ত সম্পত্তি অকার্যকর তথা তা থেকে উপকার গ্রহণের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফকীহের মতে তা বিক্রি ও বিনিময় বৈধ। তবে এ প্রসংগে ইমাম সারাখসী, নাসাফী, ইবন নুজাইম প্রমুখ প্রসিদ্ধ ফকীহের মতে, এটি বৈধ নয়।[৫০] এ প্রসংগে মালিকী মাযহাব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিধান

৪৮. ধারা ৪, "ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩" (২০১৩ সনের ৫ নং আইন)

৪৯. হানাফী মাযহাবে সাহেবাইন দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.।

৫০. এ বিষয়ে হানাফী মাযহবের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুররুল মুখতার* (বৈরূত: দারম্নল ফিকর,), খ. ৪, পৃ. ৩৭৯; কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, শারহ ফাতহিল কাদীর (বৈরূত: দারুল ফিকর,), খ. ৪৬, পৃ. ২২০; আল-কাসানী, *বাদাইউস সানায়ী'* (কায়রো: মাতবায়াতুল ইমাম,), খ. ৮, পৃ. ৩৯১২; আস-সারখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৯৮৬খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৪১

নির্ধারণ করেছে। ইমাম মালিক রহ.সহ জমহুর ফকীহের মতে, ওয়াকফ স্থাবর সম্পত্তি হলে তা বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ নয়। এমনকি এর উপযোগিতা নষ্ট হলেও। তবে অস্থাবর সম্পত্তির উপযোগিতা নষ্ট হলে বা তা থেকে উপকার প্রাপ্তি অসম্ভব হলে সকলের মতে বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ।[৫১] ওয়াফককৃত সম্পত্তি বিক্রয় ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কঠোরতা প্রদান করেছে শাফিয়ী মাযহাব। তাদের দৃষ্টিতে কোন অবস্থায় ওয়াকফকৃত মসজিদ বিক্রি বা বিনিময় বৈধ নয়। শুধুমাত্র এটি পতিত ও অনাবাদী হওয়ার উপক্রম হলে কেউ কেউ তা বিক্রি করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অস্থাবর সম্পত্তির বিধানের ব্যাপারেও এ মাযহাবে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াকফের সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ না হওয়ার পক্ষে মত দেয়া হয়েছে।[৫২] হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহগণের মতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি স্থাবর বা অস্থাবর যাই হোক প্রয়োজন ও কল্যাণ বিবেচনায় তা বিক্রয় বা বিনিময় বৈধ। এ বিষয়ে ইমাম আহমদ রহ. থেকে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে।[৫৩]

অতএব বলা যায়, ওয়াকফ বিশেষ আইন ২০১৩ এ জারীকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি হিসেবে বিক্রয় ও বিনিময়ের যে বিধান রাখা হয়েছে তার সমর্থনে বিভিন্ন যুগের ফকীহগণের মত রয়েছে।

খ. ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ইজারা প্রদান: ওয়াকফকৃত সম্পদ ইজারা প্রদান বৈধ। ফকীহগণ তাদের গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ইজারার বিধান, ইজারা প্রদান কার কর্তৃত্বাধীন, ইজারার ক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর শর্তের গুরুত্ব, ভাড়া গ্রহণের যোগ্যপাত্র কে? ভাড়ার পরিমাণ, ভাড়ার মেয়াদকাল, ইজারা চুক্তির সমাপ্তি

৫১. আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জলীল শারহ মুখতাসার খালীল* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ্রি.), খ.৭, পৃ. ৬৬১; আল-খারশী, হাশিয়্যাতুল খারশী আলা মুখতাসারি সাইয়্যিদি খলীল (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৭খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৯২; আদ-দাসূকী, *হাশিয়্যাতুদ দাসূকী আলাশ শারহিল কাবীর* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৭৮; আল-কারাফী, *আল-জাখীরাহ* (বৈরূত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৯৯১খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৩১

৫২ আন-নাভভী, *রাওদাতুত তালিবীন*, বিশ্লেষণ: আদিল আব্দুল মাওজূদ ও আলী মু'আওয়াদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪১৯; আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ* (কায়রো: মাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৬৭খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৯৫; আল-মাওয়ারদী, *আল-হাভী আল-কাবীর*, বিশ্লেষণ: আদিল আব্দুল মাওজূদ ও আলী মু'আওয়াদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৫১১

৫৩. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২২৫; আল-ফুতুহী, *মুনতাহা আল-ইরাদাত*, বিশ্লেষণ: আব্দুল গনী আব্দুল খালেক (কায়রো: আলিমুল কুতুব, খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৯; আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ হামেদ আল-ফাক্কী (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৫৭খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩০১

ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[৫৪] যা থেকে প্রমাণিত হয়, আইনের এ ধারাটির সাথে ইসলামী ফিকহের কোন বিরোধ নেই।

গ. দানের মাধ্যমে হস্তান্তর: কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে দান করতে হলে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে এবং দান সম্পাদিত হলে কিভাবে দানকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবহার করতে হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে আইনের ধারা-১১-এ। এই ধারায় ৪টি উপধারা রয়েছে। উপধারাগুলো হলো:

১১। (১) ধারা ৫ এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অন্য কোন ওয়াক্ফ এস্টেট বা, মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত নয়, এমন কোন ধর্মীয়, শিক্ষা বা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে দান করা যাইবে।

(২) এই ধারার অধীন দান এর প্রস্তাব কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি দান এর মাধ্যমে প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকিলে উক্ত উদ্দেশ্য বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন সম্পত্তি নির্ধারিত উদ্দেশ্য বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে, বা ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে, ওয়াক্ফ প্রশাসক অধ্যাদেশ এর ধারা ৩৪ এর অধীন উক্ত সম্পত্তি নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঘ. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর

এই আইন অনুযায়ী কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি কী হবে এবং কিভাবে তা সম্পাদিত হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা এ ধারার উপধারাসমূহে বর্ণিত হয়েছে। ধারাটি হলো,

১২। (১) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর বিশেষ কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী ভূমি-মালিক ও

৫৪. এ বিষয়ক আলোচনার জন্য দ্র. *আল-মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ*, খ. ৪৪, পৃ. ১৭৪-১৮৫

ডেভেলপার এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত মোতাওয়াল্লী বা, ক্ষেত্রমত, ওয়াক্ফ প্রশাসক ভূমি-মালিক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) একজন ভূমি-মালিক নিজ ভূমির ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া যেরূপ শর্তে ডেভেলপারের সহিত চুক্তি করেন, এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লী বা, ক্ষেত্রমত, ওয়াক্ফ প্রশাসক সেরূপ শর্তে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা উহার স্বত্বভোগীদের (beneficiary) স্বার্থ রক্ষা করিয়া ডেভেলপারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে ওয়াক্ফ প্রশাসকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং চুক্তিতে তাহা উল্লিখিত থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তির উন্নয়ন হইতেছে কিনা এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা উহার স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হইতেছে কিনা ওয়াক্ফ প্রশাসক তাহা নিশ্চিত হইবেন।

(৬) এই ধারার অধীন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এষ্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অন্যান্য বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর কেবল তফসিলে বর্ণিত কোন এলাকায় অবস্থিত ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

দুই: সম্পত্তি হস্তান্তরে সাধারণ সীমাবদ্ধতা

এই আইনের অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তরে কিছু সাধারণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে । সেগুলো আইনটির ৫ নং ধারায় ৪ টি উপধারায় বর্ণিত হয়েছে। উপধারাগুলো হলো,

(১) ওয়াক্ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ কিংবা উক্ত ওয়াক্ফের স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে হস্তান্তর করা যাবে; এবং অনুরূপ হস্তান্তর ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

(২) অধ্যাদেশ এর ধারা ২(৯) মতে ওয়াক্ফে আগন্তক (stranger) এমন কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং তার স্বার্থে বা প্রয়োজনে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না।

(৩) ওয়াক্ফ কিংবা এর স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে অনিবার্যভাবে আবশ্যক বিবেচিত না হলে, কোনো ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় বা চিরস্থায়ী ইজারামূলে হস্তান্তর করা যাবে না।

(৪) এই আইনের অধীন হস্তান্তরের জন্য বিবেচ্য কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি, যদি ওয়াকিফ তার ওয়ারিশগণ, পরিবারের সদস্যগণ বা নির্ধারিত ব্যক্তিগণের উপকারার্থে করে থাকেন, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না।

হস্তান্তরলব্ধ অর্থ ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা

হস্তান্তরলব্ধ অর্থ ব্যবহারেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইনটির ৬ নং ধারায় বর্ণিত সীমাবদ্ধতা হলো, "ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ এর যেরূপ প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে হস্তান্তর করা হবে, হস্তান্তরলব্ধ অর্থ কেবল অনুরূপ প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে।

তিন: মোতাওয়াল্লী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক হস্তান্তর

ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ এর ৭ নং ধারায় কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি মোতাওয়াল্লী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক হস্তান্তর করা যাবে কিনা? গেলে শর্ত কী? কখন এ ধরনের হস্তান্তর অবৈধ ও অকার্যকর হবে? ইত্যাদি বিষয়াবলি বর্ণিত হয়েছে। আইনটির সংশ্লিষ্ট উপধারাগুলো হলো:

৭। (১) অধ্যাদেশের ধারা ৩৪ এর অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যতিরেকে অন্য সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট মোতাওয়াল্লীর লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্ফের প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) অধ্যাদেশের ধারা ৩৪ এর অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তি, ওয়াক্ফ প্রশাসকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্ফের প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থে এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোতাওয়ালস্নী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক, বিশেষ কমিটির সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয়, দান বিনিময়, বন্ধক বা ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক মেয়াদের জন্য ইজারা এবং অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, উক্তরূপ সুপারিশ ও অনুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হইলে অনুরূপ হস্তান্তর অবৈধ ও অকার্যকর হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিশেষ কমিটির সুপারিশ যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলেই কেবল সরকার অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন ৫(পাঁচ) বছরের কম মেয়াদের জন্য ইজারামূলে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে কোনরূপ স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

উপসংহার

ওয়াকফ-এর ক্ষেত্রে আমাদের জাতির রয়েছে স্বর্ণালী ইতিহাস। বর্তমান পৃথিবীতেও ওয়াকফ খাতে প্রদত্ত দান দ্বারা বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠছে। আরব মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশসহ দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহে মানব সম্পন্ন উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশেও রয়েছে যথেষ্ট ওয়াকফ সম্পদ। এই সম্পদের পরিমাণ রেকর্ড ও ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের জাতির অগ্রগতিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সবাই সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করলে ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে। এ জন্য নিম্নে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা যায়:

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওয়াকফ প্রদান ও এ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের যে অভূতপূর্ব নজির আমাদের ইতিহাসে রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

২. ওয়াকফ সম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত জরিপ কার্যক্রম, গবেষণা ও কার্যকর পদক্ষেপ পরিচালনা করা।

৩. নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় প্রকার ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ রেকর্ডের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪. সরকারী ওয়াকফ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের সার্বিক কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতে ওয়াকফ সম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির সারাংশ জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৫. সরকারী ওয়াকফ প্রশাসনের অফিসের সংখ্যা ও জনশক্তি আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

৬. ওয়াকফ আইন ও বিধিমালাকে আরো সুন্দর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭. ওয়াকফ কার্যক্রমের সাথে সুদের সম্পর্ক বন্ধ করতে হবে। কারণ ওয়াকিফ নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করেন। এই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুদকে এড়িয়ে চলাটা তাই আরো অধিক গুরুত্বের দাবীদার।

ওয়াকফ আইন, ১৯৬২-র কোন কোন ধারা ও বিধিমালায় সুদের উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। যেমন : 'ধারা-৭২' বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন বিধি, ১৯৭৫-এর 'বিধি-৮' এর ৯-ক ও খ, ১২-ক, ১৩, ১৮-গ, ১৯-গ ও ঘ ইত্যাদি।

৮. বস্তুবাদ ও বস্তুবাদ প্রভাবিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপকার গ্রহণকারীদের মনে সাধারণত দীনতাবোধ সৃষ্টি হয়। তাই এরূপ যৌক্তিক উপস্থাপনা থাকা জরুরী, যাতে করে ওয়াকফ হতে উপকৃত ব্যক্তিদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি না হয়। এছাড়াও ওয়াকফ সম্পদ দ্বারা মানুষের শুধু তাৎক্ষণিক উপকার সাধন করাই হবে না; বরং এই সম্পদকে সুদক্ষ মানবসম্পদ তৈরির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হবে। এতে করে উপকৃত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নিছক দানপ্রাপ্ত অসহায় আদম সন্তান মনে না করে মানব সভ্যতার উন্নয়ন কর্মী বলে ভাবতে পারবেন। আর আমাদের অতীতে এর যথেষ্ট নজির আছে।